খবরের সাত সতেরো

হামলাবাজদের বিরুদ্ধে ইউপিএ ধারায় মামলা চান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি

লখনউ, ৪ ফেব্রুয়ারি — বৃহস্পতিবার তাঁর কনভয়ে গুলি-হামলার প্রেক্ষিতে 'অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম)' প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে 'জেড' স্তরের নিরাপত্তা দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু সেই নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

শুক্রবার অভিযুক্ত বন্দুকবাজের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-তে মামলা করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ভোটের প্রচার সেরে দিল্লি ফেরার পথে হাপুরের কাছে একটি টোল প্লাজায় তাঁর গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি না হলেও গুলি লেগে গাড়ির টায়ার ফেঁসে যায়। অন্য গাড়িতে রাজধানী ফেরেন ওয়েইসি। এর পরই ভোটমুখী উত্তরপ্রদেশে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে থাকে। শুক্রবার সকালে ওয়েইসিকে 'জেড' স্তরের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানা যায়। সেই নিরাপত্তাই ফিরিয়ে দিলেন মিম প্রধান।

শুক্রবার ওয়েইসি বলেন, ''আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। আমার 'জেড' স্তরের নিরাপত্তারও প্রয়োজন নেই। আমি এটা ফিরিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে সুবিচার করুন এবং বন্দুকবাজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইন (ইউএপিএ)-তে মামলা করুন। এই লোকগুলো কারা, যারা ব্যালটে নয়, বন্দুকে বিশ্বাস রাখে? প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাই যেখানে বিঘ্নিত হয়, সেখানে আমি কে!''

বেসরকারি হাসপাতালের বিলের তারতম্য নিয়ে হলফনামা তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে হার্টের অপারেশনের যা খরচ, কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে তা মেলে না। পরীক্ষানিরীক্ষার প্রশ্নেও হাসপাতাল অনুযায়ী আলাদা আলাদা খরচ। এই বৈষম্য কেন তা নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট স্বাস্থ্য কমিশন ও কমিশনের চেয়ারম্যানকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল শুক্রবার।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, খরচ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করেছে তা তিন সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে স্বাস্থ্য কমিশনকে। এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কমিশন ও কমিশনের চেয়ারম্যানকে হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে হবে। আইন থাকলেও স্বাস্থ্য কমিশন রাজ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ যাবতীয় চিকিৎসার খরচ বেঁধে দেয়নি। ফলে একই চিকিৎসায় এক এক নার্সিং হোম বা হাসপাতালে এক এক রকম খরচ দিতে হচ্ছে রোগীর পরিজনকে। ২ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর, আন্দোলনে জুনিয়র চিকিৎসকরা

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি— কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে আন্দোলনে নামলেন জুনিয়র চিকিৎসক ও মেডিকেল পড়ুয়ারা।

নদিয়ার কল্যাণীর কালেজ অফ মেডিসিন এন্ড জেএনএম হাসপাতালের ঘটনা।

সূত্রের খবর, শুক্রবার এক পথ দুর্ঘটনায় আহত ২জন রোগীকে হাসপাতালে শল্য বিভাগ নিয়ে আসা হয়। অভিযোগ, সেখানেই সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারকে রোগীর আত্মীয়রা মারধর করে। এই প্রসঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসক সৌম্য ঘরামী বলেন, এক রোগীর পরিবার চিকিৎসকদের মারধর করে এবং অকথ্য ভষায় গালিগালাজ করেন। আমাদের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। নিরাপত্তাব্যবস্থা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

আন্দোলনকারীদের দাবী, চিকিৎসা ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। অভিযুক্ত রোগীর পরিবারের দাবি, এক পথ দুর্ঘটনায় ২ জন আহত হয়। তাদেরকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চোটের জায়গায় সেলাই করার সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই আহত রোগীকে মারধর করে। এরপরেই রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে চিকিৎসকদের ধাক্কাধাক্কি হয়। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দেওয়ার পর আন্দোলন তুলে নেয় তাঁরা। এই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে আটক করে।

বর্ধমানে দুর্ঘটনা এড়াতে গিয়ে পুকুরে রোগী-সহ অ্যাম্বুল্যান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি— বর্ধমানে দুর্ঘটনা এড়াতে গিয়ে আচমকা রোগী-সহ পুকুরে উলটে গেল অ্যাম্বুল্যান্স ও অন্য একটি গাড়ি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে বর্ধমানের নবাবহাটে। স্থানীয়রাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ বর্ধমানের নবাবহাট এলাকায় ১০৮ শিবমন্দির সংলগ্ন এলাকায় ঘটে দুর্ঘটনা। প্রথমে বর্ধমানগামী একটি গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই গাড়িটির পিছনে ছিল একটি অ্যাম্বুল্যান্স। তাতে রোগী-সহ চার থেকে পাঁচজন ছিলেন। সামনের গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় ব্রেক কষেন অ্যাম্বুল্যান্স চালক। সেই সময় রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে যায় অ্যাম্বুল্যান্স ও আরও একটি গাড়ি। তাতেও কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। শব্দ পেয়েই ছুটে যান স্থানীয়রা। প্রথমে তাঁরাই উদ্ধার কাজে হাত লাগান।

টেন্ডার

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/পিসিবি/০৯/২১-২২, তারিখ ৩১.০১.২০২২। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া প্রমাণিত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/পিসিবি/০৯/২১-২২। কাজের নাম ও তার অবস্থান: ৩-ফেজ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের পিসিবি কার্ডসমূহের পুনর্গঠন, পরিমাণ-০৪ লোকো সেট। কাজটি কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের লোকো কমপ্লেক্স-এ সম্পাদন করতে হবে। কাজটির আনুমানিক খরচ ঃ ৫১,৬৬,২১২ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,০৩,৪০০ টাকা (নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে জমাযোগ্য)। যেখান থেকে টেন্ডারটি বেরিয়েছে ঃ ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫-এর অফিস। টেন্ডার নথি জমা শুরুর তারিখ ঃ ১৪.০২.২০২২। টেন্ডার নথি জমা শুরুর সময়কাল ঃ ২৮.০২.২০২২ তারিখের পনেরো দিন আগে থেকে টেন্ডার জমা করা যাবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ২৮.০২.২০২২ তারিখ বেলা ৩.০০টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ডের অবস্থান যেখান থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে ঃ http://www.ireps.gov.in।

(MISC-196/2021-22)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

খড়গপুর পুরসভায় প্রার্থী তালিকায় মহিলাদের জয়জয়কার

অভিষেক রায়

খড়গপুর পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় অনেক নতুন মুখ স্থান পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা দেবাশিস চৌধুরি ও রবিশঙ্কর পাণ্ডের নাম প্রার্থী তালিকায় না থাকলেও দেবাশিস চৌধুরির স্ত্রী মিতালী চৌধুরি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং রবিশঙ্কর পাণ্ডের স্ত্রী রীতা পাণ্ডে ২৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এছাড়া খড়গপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হচ্ছেন জয়ন্তী সিংহ, ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হচ্ছেন শ্যামল রায়, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হচ্ছেন তৈমুর আলি খান, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মমতাজ কুদ্দুসী, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মহম্মদ আরিফ, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রদীপ সরকার, ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কল্যাণী ঘোষ। খড়গপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী হয়েছেন জয়শ্রী পাল, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রবীর ঘোষ, ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বি হরিশ, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে কাকলি ঘোষ, ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সি এইচ বিষ্ণুপ্রসাদ, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভেঙ্কট রামান্না, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে মউলি সরকার, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে অঞ্জনা সরকার, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে রমেশ পাটোয়ারি, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে মিতালী চৌধুরি, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ পূজা, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে রাজু গুপ্তা। এছাড়া খড়গপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে পি প্রভাবতী, ২১ নম্বর ওয়ার্ডে ডি বাসন্তী, ২২ নম্বর ওয়ার্ডে হায়দার আলি, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতী পাল, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে তুষার চৌধুরি, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে আশা দোলুই, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে শমিতা দাস, ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে যিশু নায়েক, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে রীতা পাণ্ডে, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে চন্দন সিং, ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে দেবাশিস সেনগুপ্ত, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে রীতা যাদব, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে মিহিররঞ্জন শীল, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে জহর পাল, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে অপূর্ব ঘোষ, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে কবিতা দেবনাথ।

রাজ্যপাল ইস্যুতে আলোচনায় আপত্তি, রাজ্যসভায় ওয়াক-আউট তৃণমূল-সহ বিরোধীদের

দিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি — রাজ্যপাল ইস্যু নিয়ে আলোচনায় নারাজ কেন্দ্র। প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করল তৃণমূল, কংগ্রেস এবং ডিএমকের মতো বিরোধীরা। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিবর্তে নিজস্ব মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করতে চেয়ে বিধানসভায় একটি বিল পাশ করিয়েছে এম কে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন তামিলনাড়ু সরকার। কিন্তু সেরাজ্যের রাজ্যপাল আর এন রবি বিলটিতে ছাড়পত্র দেননি। সেটা নিয়েই এদিন আলোচনার দাবি জানিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর সাংসদরা।

সেই সঙ্গে বাংলার তৃণমূল সাংসদরাও ধনকড়ের নামে নালিশ জানান। রাজ্যপালের টেবিলে অনেক ফাইল আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ করেন সুখেন্দুশেখর রায়রা। কিন্তু চেয়ারম্যান রাজ্যপাল ইস্যুটিতে আলোচনারই অনুমতি দেননি। তাই বাধ্য হয়ে একযোগে ওয়াক-আউট করার সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূল, ডিএমকে এবং কংগ্রেস সাংসদরা।

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের অপসারণের দাবিতে সংসদে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাবে সরব হয়েছে তৃণমূল। এরাজ্যের শাসকদলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় খোদ রাষ্ট্রপতির কাছে ধনকড়ের অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। সৌগত রায় জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। তাতে লাভের লাভ কিছু না হলেও সংসদে ধনকড়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এরাজ্যের শাসকদল।

রাজ্যপাল ধনকড়ও অবশ্য দমে যাওয়ার পাত্র নন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভায় পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে তিরস্কার করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, রাজ্যপাল তাঁকে ফোন করেন কিনা বা কাজ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা? মুখ্যমন্ত্রীর সেই পদক্ষেপকে পুলিশ প্রশাসনের শিরদাঁড়ায় আঘাত বলে বর্ণনা করেছেন ধনকড়।

পুলিশের মেরুদন্ডে মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত, টুইটারে সরব রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি— পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার কে অমরনাথকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা নিয়ে এবার সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। টুইটারে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ট্যাগ করেছেন, আইএসএস অ্যাসোসিয়েশন, আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে। শুক্রবার টুইটারে রাজ্যপাল লিখেছেন, 'কী উদ্বেগজনক দৃশ্য! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে পূর্ব মেদিনীপুর পুলিশ সুপারের কাছে জানতে চাইছেন, 'রাজ্যপাল কি আপনাকে ফোন করেন'! একটি গুরুতর বিষয়, যেদিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশের মেরুদণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ভর্ৎসনা করেছিলেন অমরনাথকে। তিনি বলেন, ''তোমার জেলা সম্পর্কে আমি অভিযোগ পাচ্ছি। কাউকে সাজিয়ে পরিকল্পিত ভাবে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অনেকদিন তোমাদের বলেছি। কিন্তু তোমরা কিছু করোনি। তার পর আমি হস্তক্ষেপ করেছি।''

পাশাপাশি, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজির উদাহরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ সুপারকে বলেন, ''পূর্ণেন্দু তো কাজ করছে। ওকে দেখে শেখো!'' প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহেই নাম না করে রাজ্যপালকে 'ঘোড়ার পাল' বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর কড়া ভাষায় তার প্রতিক্রিয়া জানান রাজ্যপাল। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর তোলা একটিও অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাজ্যপাল পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেবেন বলে ঘোষণা করেন ধনখড়।

২ মাসে ১০ লক্ষ ইউজার হারাল ফেসবুক!

দিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি — ফেসবুক শেষ দুই ত্রৈমাসিকে প্রায় ১০ লক্ষ ইউজার হারিয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর পরে এই প্রথম ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা এত পরিমাণে কমল। শেষ ত্রৈমাসিকে মেটা ১০.৩ বিলিয়ন অর্থাৎ এক হাজার ৩০ কোটি ডলার লাভ করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় আট শতাংশ কম। আর তার আঁচ পড়েছে ফেসবুকের মালিকানাধীন সংস্থা 'মেটা'র উপরেও। বিপুল পতন হল তাদের শেয়ার দরে, যা আমেরিকার ইতিহাসে বিরল। শেয়ার বাজারে মেটার দর ২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। রাতারাতি মুছে গেল সংস্থার ১৯৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদ। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৩ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। সংস্থার সঙ্গেই সম্পদ কমল ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মার্ক জুকারবার্গের। তাঁর সম্পদ কমেছে ৩১০০ কোটি মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ২ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি। মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগেও যাঁর ১২০৬০ কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদ ছিল, তিনিই এখন ৯২০০ কোটি ডলারের মালিক। যা তাঁকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ ধনীর তালিকা থেকে। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম তিনি এই তালিকার বাইরে গেলেন। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারেও মেটার শেয়ার দরে পতন অব্যাহত।

প্রসঙ্গত, বিশ্বে রোজ গড়ে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন। তাই আপাতভাবে ১০ লক্ষ ইউজার হারানো সামান্য বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। ১০ লক্ষ ইউজারের চলে যাওয়া বিজ্ঞাপন ব্যবসার ক্ষতি করেছে বলেও মত মেটা-র। ডেভ বলেন, বাজারে একই ধরনের বাকি প্রতিযোগী সংস্থাগুলি তরুণ প্রজন্মের কাছে ফেসবুক সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করছে। ফেসবুক বারবার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে টিকটক-এর কথা উল্লেখ করেছে। বিভিন্ন দেশে টিকটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে তাদের সক্রিয় ইউজারের সংখ্যা কমেছে বলেও দাবি ফেসবুকের।

রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম প্রকাশ ও এস আর এল বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বসল চাঁদের হাট

প্রশান্ত দাস

সম্প্রতি মুক্তি পেল এক অনন্য মিউজিক অ্যালবাম। একইসঙ্গে ঘটল নতুন বছরের ক্যালেন্ডার প্রকাশ। রবি ঠাকুরের গানকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আঙ্গিকে যন্ত্রানুষঙ্গ দ্বারা পরিবেশিত করার এক অনন্য প্রয়াস এই অ্যালবাম। নাম রবির কিরণে সর্বজিৎ ও বন্ধুরা। অ্যালবামের গানগুলি শুনে দেখতে অনুরোধ করেন কলাকুশলীরা, গানের দু-কলি গেয়েও শোনান কেউ কেউ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন কলকাতা পুলিশের সদর অবসর প্রাপ্ত জয়েন্ট কমিশনার সুজয় চন্দ, বিশিষ্ট গায়িকা ও সর্বনাম ধন্যা চিত্রকর সৌমিতা সাহা, তারকা অভিনেত্রী মৌবনী সরকার। জানুয়ারির শেষ বরিবার তারকাদের হাতেই ঘটল অ্যালবামের শুভ মুক্তি ও এস আর এর বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ।

কোভিডের ভ্রূকুটিতে জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। কাজেই ঝাঁ-চকচকে ব্যবস্থাপনার মাঝে শ'য়ে শ'য়ে অতিথির উপস্থিতি একেবারে উধাও। তবু ও বিন্দুমাত্র ফিকে হয়নি এসআরএল মোশন পিকচার্সের নতুন বছরের ক্যালেন্ডার প্রকাশ এবং 'রবির কিরণে সর্বজিৎ ও তার বন্ধুরা' নামক মিউজিক অ্যালবামটির মুক্তি অনুষ্ঠান। সম্পূর্ণ কোভিডবিধি মেনেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল দক্ষিণ কলকাতার এক ছাদখোলা স্টুডিওতে। নতুন বছরে নতুন করে বলি ঠাকুরের গান কে জি মিউজিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যন্ত্রানুষঙ্গের সাথে প্রকাশ করার প্রসংগে অভিনেত্রী মৌবনি বলেন কোভিড প্রোটোকল মেনে মিউজিক ভিডিও শুট করার মধুর অভিজ্ঞতা। সুজয় বাবু ও রোগ দেন রেকর্ড করার অভিজ্ঞতার স্মৃতি চারণে। গায়িকা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না চিত্রকর সৌমিতা সাহা বলেন এই অ্যালবাম কিভাবে নতুন প্রজন্মের মন ছুঁয়ে যাবে।

সারাবছর যাঁরা কলাকুশলীদের সাজানো থেকে শুরু করে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনে ব্যস্ত থাকেন, সমস্ত অতিথি-দর্শকদের সামনে তাঁদের ডেকে স্বীকৃতি দিলেন, সম্মানিত করলেন এসআরএল মোশন পিকচার্সের কর্ণাধার সর্বজিৎ ঘোষ। কাজের শেষে পারিশ্রমিক ছাড়াও সম্মান যে তাঁদের পাওনার মধ্যেই পড়ে, উপলব্ধিতে ভাসলেন ওঁরাও।

এবার রায়দিঘিতে বাঘের পায়ের ছাপ, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৪ ফেব্রুয়ারি— বৃহস্পতিবার বিকেলে রায়দিঘি বিধানসভা এলাকার দমকল গ্রামের ঠাকুরান নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ গ্রামবাসীরা দেখতে পেলে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে রায়দিঘি রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে বাঘের পায়ের ছাপ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বাঘটি নদী পেরিয়ে জঙ্গলে চলে গেছে মনে হলেও বাঘের যাতায়াতের পথে বিশেষ ভাবে নজর রাখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ঠাকুরান নদীর চরের পাশে চাষের জমিতে কাজ করা এক ব্যক্তি প্রথম দেখতে পায়, বাঘ শুয়ে আছে ঝোপের পাশে। চোখ দুটো জ্বলছে। মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। এরপর চিৎকার চেঁচামেচি। গ্রামের মানুষ মোটা লাঠি দিয়ে মাটির ওপর শব্দ করে মারলে বাঘটি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। গ্রামের মানুষ বাঘের লোম সংগ্রহ করে রাখে। বনকর্মীদের ধারণা, বাঘ যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই চলে গেছে। বাঘ ফিরে গেছে তার নিজের ডেরায় বনকর্মীরা জানালেও আতঙ্ক রায়দিঘির দমকল গ্রামে। কুলতলি মৈপীঠ গোসাবা অঞ্চলে বাঘ প্রায়ই ঢুকে পড়ে সুন্দরবনের মানুষ জানে। ইদানিং বাঘ সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা রায়দিঘিতে চলে আসছে যা সুন্দরবনের সংরক্ষিত বাঘেদের অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। রায়দিঘি পাথরপ্রতিমায় কুমীর দেখা যায় নদীর চরে কখনো ঢুকে পড়ে জোয়ারের জলে ভেসে গ্রামের পুকুরে। তাই বলে বাঘের আনাগোনা ছিল না। চিন্তিত গ্রামবাসীদের সাথে বনকর্মীরাও। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে জেলা বনদফতর।

বজ্রপাতে মৃত

খায়রুল আনাম

দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার সঙ্গে বীরভূম জেলাতেও শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকে কখনও হালকা আবার কখনওবা টানা ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এরফলে জেলার স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। এরই মধ্যে এদিন সাঁইথিয়ার গোড়লা গ্রামের কৃষক স্বাধীন রায় বাড়ির কাছেই মাঠে জমিতে জল জমেছে কী না, তা দেখতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

এসআইপি অ্যাবাকাস

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের জিযুও চক্রবর্তী ভারতের বৃহত্তম জাতীয় স্তরের অনলাইন গণিত প্রতিযোগিতা, এসআইপি অ্যারিথমেটিক জিনিয়াস প্রতিযোগিতার ৬ষ্ঠ তম সংস্করণে পারফরমার অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। এই প্রতিযোগিতাটি সম্প্রতি এসআইপি অ্যাবাকাস দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং এটি জাতীয় পর্যায়ে খুব ভাল সাড়া পেয়েছে।

এসআইপি অ্যারিথমেটিক জিনিয়াস প্রতিযোগিতা হল ভারতের বৃহত্তম অনলাইন পাটিগণিত প্রতিযোগিতা। ভারত জুড়ে স্কুলের ২য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্ররা পাটিগণিতের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।

আরজেডির রাশ লালুর কোন পুত্রের হাতে?

নিজস্ব প্রতিনিধি— লালুপ্রসাদের পর দলের হাল ধরবেন কে? কে হবেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি? এই প্রশ্নের উত্তর সকলেরই আংশিক জানা। বসবেন লালুপ্রসাদেরই পরিবারের কেউ। যেমন, বছর পঁচিশ আগে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় ফেঁসে জেলে যাওয়ার আগে লালুপ্রসাদ ছাপোষা গৃহবধু স্ত্রী বারড়ি দেবীকে বলতে গেলে রান্নাঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু দলের মাথায় কে বসবেন লালুপ্রসাদের জায়গায়? আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পাটনায় আরজেডির সাংগঠনিক নির্বাচনে লালু প্রসাদের উত্তরসূরীর শিরোপা উঠবে কার মাথায়? পরিবারের কে হবেন দলের পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সভাপতি? এসব প্রশ্ন এখন বিহারী রাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয়। ১৯৯৭-এ লালুপ্রসাদ রাষ্ট্রীয় জনতা দল গঠনের পর থেকে টানা ২৫ বছর তিনিই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় সভাপতি। স্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী করা, নীতীশ কুমারের সঙ্গে জোটের সরকারে দুই ছেলেকে মন্ত্রী করা নিয়ে দলে কেউই টুঁ শব্দটি করেনি। মাত্র তিরিশ পেরনো ছোট ছেলে তেজস্বীকে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা করার সিদ্ধান্তও একবাক্যে মেনে নিয়েছেন আরজেডির দীর্ঘদিনের প্রবীণ বিধায়কেরাও। কারণ, বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের মতোই বিহারেওআরজেডিকে মানুষ ভোট দেয় লালুপ্রসাদের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য থেকে। যাদব ও মুসলিমদের চোখে তিনি মসিহা। দুই ছেলের সঙ্গে লালু-রাবড়ি। সমস্যা খোদ লালুপ্রসাদের পরিবারে। বিরোধ না বলে যাকে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাওয়া বলা চলে। বাবার আসনে কে বসবে, এই প্রশ্নে লালুপ্রসাদের দুই ছেলে তেজপ্রতাপ ও তেজস্বী বাড়িতে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছেন বলে খবর। দুই ভাইয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ এবং তেজপ্রতাপ নাম না করে ভাইয়ের দিকে একের পর এক তির ছুড়ে চলেছেন। আছেন লালুপ্রসাদের বড় মেয়ে মিশা ভারতীও। তিনিও পুরদস্তুর রাজনীতিক। পরিবার নিয়ে থাকেন বাবা-মায়ের সঙ্গে। বাবার চিকিৎসার দেখভাল তিনি করেন। তাঁরও বাসনা, বাবার আসনে বসবেন। রাজনীতিতে তিনিও পরিচিত মুখ।

এমনিতেই দুই ছেলের কোনও কালেই মিলমিশ নেই। তার উপর দুই ছেলেকে নিয়ে লালু ও রাবড়ির অবস্থান সম্পূর্ণ উল্টো। বড় ছেলে তেজপ্রতাপের হাতেই দলের নেতৃত্ব ছাড়তে চান রাবড়ি। অন্যদিকে, লালুপ্রসাদ ছোট ছেলে প্রাক্তন ক্রিকেটার তেজস্বীর মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পান। শুধু লালুপ্রসাদই নন, আরজেজির অন্য নেতারাও মনে করেন, নেতাজি অর্থাৎ লালুপ্রসাদের অনেক গুণেরই অধিকারী তেজস্বী। তিনি বুদ্ধিমান, ঠান্ডা মাথার মানুষ এবং মিশুকে। দুই ছেলেক মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন রাবড়ি দেবী অন্যদিকে, তেজপ্রতাপের রাজনৈতিক পরিপক্কতা বলতে গেলে শূন্য। কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়া তাঁর স্বভাব। এমনকি নতুন দল গড়ার জন্যও মেতে ওঠেন একবার। আবার নানা সংগঠনের মাধ্যমে নানা সময়ে ছোটভাই তেজস্বীর বিরোধিতায় মেতেছেন।

বিশেষ করে লালুপ্রসাদ জেলে থাকাকালীন দুই ভাইয়ের বিরোধ চরমে ওঠে। রাঁচির জেলে গিয়ে বাবার সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতেন তেজস্বী। তেজপ্রতাপকে দেখা করার অনুমতি তেমন একটা দেননি লালুই। মাস কয়েক আগে জামিনে মুক্ত লালুপ্রসাদকে চিকিৎসার জন্য দিল্লি নিয়ে গেলে সেখানেও দেখভাল করতেন ছোট ছেলেই। তেজপ্রতাপ তখন অভিযোগ তোলেন, বাবাকে ছোটভাই কিডন্যাপ করেছে। তেজস্বীর বিয়েতে নব দম্পতির পাশে তেজপ্রতাপ হালের বিরোধের কারণ, লালুপ্রসাদের মনের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায়। এবার জাতীয় সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে ছোট ছেলে তেজস্বীর হাতে ব্যাটন তুলে দিতে চান, দিন কয়েক আগে দলের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে নিজের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন লালু। সেখান থেকেই জানাজানি হয়ে গিয়েছে খবরটা। আর তারপর থেকেই তেজস্বীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করেছেন তেজপ্রতাপ। বৃহস্পতিবার একেবারে বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'বাবা যতদিন বেঁচে ততদিন তিনিই থাকবেন জাতীয় সভাপতির পদে।' বোঝাই যাচ্ছে, তেজস্বীকে আটকাতে চাইছেন তিনি। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথার তেজস্বী কোনও জবাব দিচ্ছেন না। তবে পরিষদীয় দল এবং দলের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে দু'বেলা নিয়ম করে কথা বলছেন। দলের মধ্যেও তাঁর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, অসুস্থ লালুপ্রসাদ ১০ তারিখের সাংগঠনিক নির্বাচনে হাজির হয়ে নিজের মুখে সভাপতি পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে পারেন। বয়স এবং অসুস্থতার জন্য তিনি দলে সময় দিতে পারছেন না। স্মৃতি কমে গিয়েছে।

তাছাড়া, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির অন্য মামলাগুলিতে তাঁকে ফের জেলে যেতে হতে পারে। ১০ তারিখেই তিনি ঘোষণা করে দিতে পারেন তেজস্বীর নাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তাতে বড় ভূমিকা থাকবে স্ত্রী রাবড়ি দেবীর। বড় ছেলের প্রতি অবিচার তিনি মানবেন কি না, নিশ্চিত করে বসা মুশকিল। কারণ তিনি আর রান্নাঘর সামলানো গৃহবধূটি নন।

বিহারের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানে বিধান পরিষদের বিরোধী নেত্রী রাবড়ি পরিবারের অনেক বিষয়েই লালুপ্রসাদের সঙ্গে সহমত হন না। যা নিয়ে বিহারে চালু রসিকতা হল, রাবড়িদেবী হলেন নারীর ক্ষমতায়নে লালুপ্রসাদের অনন্য দৃষ্টান্ত। সপরিবারে লালু প্রসাদ বিহারের রাজনীতিতে লালটেন (লণ্ঠন-আরজেডির নির্বাচনী প্রতীক) শিবিরে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে, দুই ছেলের বিরোধ এড়াতে আরজেডি সুপ্রিমো কি অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?

শোনা যাচ্ছে, শীর্ষ পদ পরিবারের হাতছাড়া করার ভাবনা মোটেই নেই তাঁর। তেমন হলে আবার পঁচিশ বছর আগের চমকই দেবেন। অর্থাৎ আরজেডির রাষ্ট্রীয় সভাপতি হবেন স্ত্রী রাবড়ি দেবী। তাতে অন্তত দুই ভাইকেই সাময়িক শান্ত রাখা যেতে পারে। কারণ, দিদি মিশা দলের শীর্ষ পদে বসে যাক, সেটা আবার দুই ভাইয়ের কেউই চায় না।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বিকেসি, সি-২৭, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ.) মুম্বই- ৪০০০৫১
শাখা অফিস : ২২, ক্যামাক স্ট্রিট| ব্লক-বি এবং সি| ৬ষ্ঠ তল| কলকাতা - ৭০০০১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ সালের ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/গণকে নিম্নোক্ত প্রেরিত নোটিশে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক এবং ব্যয় সমুদয় ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/সহ ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/সহ ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিন দত্ত সম্পত্তির সত্ত্ব দখল করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে তারা যেন উক্ত কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিঃ-এর নিকট জামিনদত্ত সম্পত্তি কোনওরূপ লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ব্যয়, সুদ এবং শুল্ক আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ, সহ ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতা, জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত, বকেয়া পরিমাণ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সমুদয় বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেন প্রদত্ত সময়ের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা, সহঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা, ঋণ অ্যাকাউন্ট নং, ঋণ পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১. দখলের তারিখ ২. দাবি নোটিশের তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ টা.
শ্রী অশোক কুমার শাহ, পিতা প্রয়াত শ্রী গোপাল শাহ ওরফে গোপাল সাহা এবং শ্রী অনুপ কুমার শাহ পিতা প্রয়াত শ্রী গোপাল শাহ ওরফে গোপাল সাহা এবং শ্রীমতী অঞ্জনা শাহ স্বামী প্রয়াত শ্রী গোপাল শাহ ওরফে গোপাল সাহা এবং শ্রীমতি লতা শাহ পিতা প্রয়াত শ্রী গোপাল শাহ ওরফে গোপাল সাহা, সকলের ঠিকানা : ২৪, ভুবন ব্যানার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭। আরও শ্রী অশোক কুমার শাহ পিতা প্রয়াত শ্রী গোপাল শাহ ওরফে গোপাল সাহা সাকিন : ২৩এ/১বি, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, এন.এল. জগু বাজার, কলকাতা - ৭০০০২০। **(সংশ্লিষ্ট ১ থেকে ৪ ঠিকানার বাসিন্দাগণ প্রয়াত শ্রী গোপাল শাহ ওরফে গোপাল সাহার আইনি উত্তরাধিকারী) ঋণ অ্যাকাউন্ট নং :** ৫৯১৯৪৮৫ **অনুমোদিত ঋণ পরিমাণ :** ১১,৮০,০০০ (এগারো লাখ আশি হাজার টাকা) টাকা	প্রেমিসেস নং ২৪, ভুবন ব্যানার্জি লেন শহর কলকাতা, থানা - জোড়াসাঁকো, হোল্ডিং নং ১৫, শহর কলকাতার নর্থ ডিভিশনের ব্লক নং XV ঠিকানায় ২ কাঠা ১২ ছটাক জমিস্থিত দ্বিতল ভবন এবং অংশ ত্রিতল পুরনো ইটের তৈরি নির্মাণ ভঙ্গুর অবস্থায় ভাড়াটিয়াদের সহিত বসবাসকারী মানুষজন সমন্বিত ১ম তলের একটি অংশ সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : পূর্বে ভুবন চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা পশ্চিমে : রামনাথ সাধু লেন, কলকাতা উত্তরে : ২৩/১ ভুবন ব্যানার্জি লেন কলকাতা, অংশত দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ২৫ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ২৭ ভুবন ব্যানার্জি লেন কলকাতা সমন্বিত। বন্ধকদাতার নাম : প্রয়াত শ্রী গোপাল শাহ ওরফে গোপাল সাহা (মৃত) পিতা প্রয়াত নন্দলাল শাহ।	১. ০২.০২.২০২২ ২. ২৯.০৯.২০২০ ৩. ৩২,১৩,৮৫৯ (বত্রিশ লাখ তের হাজার আট শত উনষাট টাকা) টাকা ২৯.০৯.২০২০ মধ্যে আদায় দিতে হবে ৩০.০৯.২০২০ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ, শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত।

তারিখ : ০২.০২.২০২২, স্থান : কলকাতা
কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড'এর পক্ষে, অনুমোদিত আধিকারিক

কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন শ্রী বিজয় কুমার মেনন (+৯১ ৯৯৪০৫৭২২৪৮) এবং শ্রী সুজয় কুমার দাস (+৯১ ৯৬৭৪৪৪৯১৩৩)

সম্পত্তির অনলাইন ই-নিলাম বিক্রয়

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭, বিকেসি, সি ২৭, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ.) মুম্বই, মহারাষ্ট্র, পিন কোড - ৪০০ ০৫১
শাখা অফিস : কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি., (২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক-বি এবং সি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৫) এবং ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখল করেছেন বাজাজ হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (বিএইচএফএল)-এর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ঋণ ১৯.০৭.২০২১ তারিখে স্থানান্তর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিমাণ আদায়ের জন্য উক্ত সম্পত্তি "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যা আছে" এবং "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.০৩.২০২২ তারিখে **বেলা ১২টা থেকে বেলা ১টার মধ্যে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ** শর্তে ৭৫,৬৮,৪২৬ টাকা ০৩.০২.২০২২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণ অ্যাকাউন্ট নং **410DLTEV508885, 410DHHEV336435** অনুযায়ী। ঋণগ্রহীতা শ্রী অনিল মানালির নিকট থেকে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. এই ঋণ আদায় করবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির জন্য সংরক্ষিত মূল্য : ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লাখ টাকা) টাকা এবং বায়না জমা : ৩,০০,০০০ টাকা (তিন লাখ টাকা) টাকা এবং ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ ডাক দাখিলের শেষ তারিখ ১০.০৩.২০২২ সন্ধ্যা ৬.০০টা (আইএসটি) পর্যন্ত।
সম্পত্তির বিবরণ : ১. আরএস দাগ নং ১৩৬৫, এলআর দাগ নং ১৮০৮ এবং ১৮০৯, বর্তমানে সংযুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৫২১৯, জেএল নং ৪, মৌজা সাঁত্রাগাছি ষষ্ঠীতলা অধীন থানা - জগাছা, জেলা - হাওড়া, হাওড়া পৌরসংস্থার অধীন ঠিকানায় ১ বিঘা ১৭ কাঠা ৫ ছটাক জমিস্থিত 'নন্দ এলক্লেভ' নির্মীয়মান মধ্যে 'নিত্যানন্দ' ব্লকে ৩য় তলে ১০২৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) মাপের ফ্ল্যাট নং ২-ডি সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : ফ্ল্যাট ২-ডি-উত্তরে খোলা জায়গা, দক্ষিণে ফ্ল্যাট ২সি, পূর্বে খোলা জায়গা, পশ্চিমে লিফট, সিঁড়ি এবং লবি।
২. আরএস দাগ নং ১৩৬৫, এলআর দাগ নং ১৮০৮ এবং ১৮০৯, বর্তমানে সংযুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৫২১৯, জেএল নং ৪, মৌজা সাঁত্রাগাছি ষষ্ঠীতলা অধীন থানা - জগাছা, জেলা - হাওড়া, হাওড়া পৌরসংস্থার অধীন ঠিকানায় ১ বিঘা ১৭ কাঠা ৫ ছটাক জমিস্থিত 'নন্দ এলক্লেভ' নির্মাণে 'নিত্যানন্দ' ব্লকে ৪র্থ তলে ১০২৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) মাপের ফ্ল্যাট নং ৩-ডি সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : ফ্ল্যাট ৩-ডি-উত্তরে খোলা জায়গা, দক্ষিণে ফ্ল্যাট ৩-সি, পূর্বে খোলা জায়গা, পশ্চিমে লিফট, সিঁড়ি এবং লবি।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন। সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট নিলাম প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট জামিন অধীনে ঋণদাতা উক্ত সম্পত্তি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে জামিন সুদ প্রয়োগ করতে পারবে। যেকোনও বিস্তারিত/আবশ্যক তথ্য সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জানতে ডাকদাতা **শ্রী রাজেন্দর দহিয়া (+৯১ ৮৪৪৮২৬৪৫১৫), শ্রী পঙ্কজ রাই (+৯১ ৭৭৬৮০০৩৫৭৬), শ্রী গোবিন্দ পোদ্দার (+৯১ ৯০৭৩৬৯৭৭২৯) শ্রী রাহুল তিওয়ারি (৮০১৩২৫০৭১৭)**। বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য, অনুগ্রহ করে **HTTPS://WWW.KOTAK.COM/EN/BANK-AUCTIONS.HTML** লিঙ্কে এবং কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক'এর ওয়েবসাইট **WWW.KOTAK.COM** এবং/বা **HTTPS://BANKAUCTIONS.IN** দেখুন।

স্থান : হাওড়া
তারিখ : ০৫.০২.২০২২

অনুমোদিত অফিসার
কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড